## 'পাস উইথ অনার হতে সর্ব খাজানার খাতায় জমা করে সম্পন্ন হও'

আজ বাপদাদা কোন্ সভাকে দেখছেন ? আজকের সভায় প্রত্যেকটি বাচ্চা হাইয়েস্ট এবং অবিনাশী খাজানায় ভরপুর রয়েছে । দুনিয়ার লোক কতই রিচেস্ট অর্থাৎ ধনবান হোক না কেন সে সবকিছুই হল একজন্মের জন্য। এক জন্মও ধন সম্পন্ন থাকবে কিনা সে কথা নিশ্চিত নয় । যতই নম্বরওয়ান রিচেস্ট হোক কিন্তু এক জন্মের জন্য, তোমরা নিশ্চয় এবং নেশার সঙ্গে বলো যে আমরা হলাম অনেক জন্মের ধন সম্পন্ন কারণ তোমরা সবাই অবিনাশী খাজানায় সম্পন্ন রয়েছ কিনা। তোমরা সবাই জানো যে আমরা এই সময়ের পুরুষার্থ দ্বারা একদিনেও অনেক জমা করি। জানো কি তোমরা একদিনে কত জমা করো ? হিসেব জানো কিনা ! গায়ন আছে - অনুভব হয়েছে এক কদমে পদম। তো একদিনে বাবার দ্বারা , বাবার নলেজ দ্বারা , স্মরণ দ্বারা প্রতি কদমে পদম জমা হয়। তাহলে সারাদিন যত কদম বাবার স্মরণে নেওয়া হয় তত পদম জমা করো। তো এমন উপার্জন কারী , খাজানা জমা কারী বিশ্বে কেউ হবে কি ? না কেউ আছে ? বিশ্বে চক্কর লাগিয়ে এসো , তোমাদের ছাড়া এত জমা কেউ করতে পারবেনা তাই বাবা বলেন এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে থাকো যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ভাগ্য পরম আত্মার দ্বারা এমন শ্রেষ্ঠ হয়েছে ।

নিজের খাজানা গুলি কি জানো তো ? সময়ের খাজানাকে জানো যে এই সঙ্গমযুগের সময় হল কত শ্রেষ্ঠ , যা প্রাপ্তি চাই সেসব অধিকারী রূপে বাবার কাছে নিচ্ছো । সর্ব অধিকার প্রাপ্ত করেছ কিনা ? এক একটি শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প হল কত বড় খাজানা , সময়ও হল বড় খাজানা , সঙ্কল্পও হল বড় খাজানা। প্রত্যেকটি গুণ হল কত বড় খাজানা । দুনিয়ার লোকেরা মানে শ্বাসে প্রশ্বাসে স্মরণ করলে শ্বাস সফল হয়। তাই তোমাদের শ্বাস হল সফলতা স্বরূপ , ব্যর্থ নয়। প্রতিটি শ্বাসে রয়েছে সফলতার অধিকার । বাপদাদা সব বাচ্চাদের সব খাজানা একরকমই দিয়েছেন। সকলকে দিয়েছেন সমান ভাবেও দিয়েছেন। কাউকে একগুণ , কাউকে দশগুণ , কাউকে একশো গুণ ..... এইরকম দেননি । দাতা স্বরূপ বাবা সব বাচ্চাদের সর্ব খাজানা ব্রাহ্মণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমান ভাবে দিয়েছেন । কিন্তু খাজানাকে কতটা জমা করো বা কতটা ক্ষয় করো, সেটা তো প্রত্যেকের উপর নির্ভর করছে। প্রত্যেককে চেক করা উচিত যে আমরা সারাদিন কতখানি জমা করছি বা কতখানি ক্ষয় করছি। এইরূপ চেক করো কি ? চেক নিশ্চয়ই করতে হবে কারণ এক জন্মের জন্যে নয় কিন্তু প্রতিটি জন্মের জন্যে । অনেক জন্মের জন্যে জমা চাই। জমা করার বিধি জানো কি ? খুবই সহজ। শুধু বিন্দু লাগাও। বিন্দু স্মরণে থাকলেও জমা হয়। যেমন স্থূল খাজানায় একের সঙ্গে বিন্দু লাগালে বৃদ্ধি হয় তাইনা ! তেমনই আত্মা হল বিন্দু , বাবাও হলেন বিন্দু আর ড্রামায় যা ঘটে গেছে তাতেও ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু। যদি প্রতিটি খাজানাকে বিন্দু রূপে স্মরণ করো তাহলেই জমা হতে থাকবে । অনুভব আছে কি ? বিন্দু লাগালেই ব্যর্থ থেকে জমা হয়ে যায়। বিন্দু লাগাতে পারো কি? অনেকবার এমন হয়েছে যে চেষ্টা করেছ কিন্তু বিন্দু লাগানোর পরিবর্তে লম্বা লাইন লেগে গেছে , বিন্দুর পরিবর্তে প্রশ্ন-চিহ্ন হয়ে যায় , আশ্চর্যের লাইন লেগে গেছে। তো জমার খাতা বাড়ানোর বিধি হল বিন্দু আর ক্ষয় বা ক্ষতি করার পথ হল লম্বা লাইন লাগানো , প্রশ্ন-চিহ্ন লাগানো , আশ্চর্যের

চিহ্ন লাগানো। সহজ কোনটা হল ? বিন্দু হল কিনা । তো বিধি হল খুব সহজ - *স্বমান* *এবং* *বাবার* *স্মরণ* *আর* *ব্যর্থকে* *ফুলস্টপ* *লাগানো* ।

বাপদাদা প্রথমেই বলেছেন - রোজ অমৃতবেলায় নিজেকে তিন বিন্দুর স্মৃতির তিলক লাগাও তো একটি খাজানাও ব্যর্থ হবেনা । প্রতি মূহুর্তে প্রতিটি খাজানা জমা হতে থাকবে। বাপদাদা সব বাচ্চাদের প্রতিটি খাজানার জমার চার্ট দেখছেন। কি দেখলেন ? এখনও পর্যন্ত জমা খাতায় যতখানি জমা হওয়া দরকার ততখানি জমা হয়নি। সময় , সঙ্কল্প , শব্দ ব্যর্থও হয়ে যাচ্ছে । চলতে চলতে সময়ের গুরুত্ব ইমার্জ রূপে কম হচ্ছে । যদি সময়ের গুরুত্ব সর্বদা স্মরণে থাকে , ইমার্জ থাকে তাহলে সময়কে আরও সফল করতে পারবে। সারাদিন সাধারণ রূপে সময় চলে যায়। ভুল নয় কিন্তু সাধারণ । তেমনই সংকল্পও খারাপ নয় কিন্তু ব্যর্থ চলছে। এক ঘন্টার চেকিং করো , প্রতিটি ঘন্টায় সময় ও সংকল্প কতটা সাধারণ চলছে ? জমা হচ্ছেনা। বাপদাদা ইশারাও দিচ্ছেন , তো বাপদাদাকে অজুহাতও অনেক দেয়। বাবা , এমন সংকল্প একটুখানি চলেছে , ব্যস। বাকি নয় , সংকল্পে একটু চলে । সম্পূর্ণ হয়ে যাব। ঠিক হয়ে যাব। এখন অন্ত সময় এসেছে নাকি ? একটু সময় তো রয়েছে । সময় হলেই সম্পন্ন হয়ে যাব। কিন্তু বাপদাদা বার-বার বলছেন যে জমার খাতা অনেক সময়ের চাই। এমন নয় জমার খাতা অন্ত সময়ে সম্পন্ন করবে , সময় এলে হয়ে যাবে। অনেক সময়ের জমাপুঁজী অনেক সময় পর্যন্ত চলে। বর্সা প্রাপ্তির সময়ে তো সবাই বলে আমরা লক্ষ্মীনারায়ণ হব। যদি হাত তুলতে বলা হয় যে ত্রেতাযুগী হবে ? তো কেউ হাত তুলবেনা। আর যদি বলা হয় লক্ষ্মীনারায়ণ হবে ? তো সবাই হাত তুলবে। যদি বহুকালের জমা খাতা থাকবে তো পুরো বর্সা প্রাপ্ত হবে। যদি একটু জমা থাকে তাহলে ফুল বর্সা পাবে কিভাবে ? সেইজন্য সর্ব খাজানাকে যত পারো তত এখন থেকেই জমা করে নাও। হয়ে যাবে , এসে যাব , শুধু ভবিষ্যৎ সূচক শব্দ নয় । "করতেই হবে" - -- একেই বলা হবে দৃঢ়তা । অমৃতবেলায় যখন যোগে বসছো , ভালো স্থিতিতে মনে মনে অনেক প্রমিস করো যে এইরকম করব , ঐরকম করব। আশ্চর্যজনক কিছু করে দেখাবে..... এই হল ভালো কথা। শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প করে কিন্তু বাপদাদা বলেন এইসব প্রমিস গুলি কর্মে করে দেখাও। শুধু প্রমিস কোরোনা কিন্তু যে কথা দিয়েছ সেই গুলি মন-বচন এবং কর্মে প্রত্যক্ষ করো। বাচ্চারা সঙ্কল্প খুবই ভালো ভালো করে , বাপদাদা সেইসময় খুশী হন কারণ সাহস করে তো এগিয়েছ তাইনা! এই করব এইরূপ হব ... সাহস ভালো রকম আছে। তাই হিম্মত দেখে বাপদাদা খুশী হন। কিন্তু যখন কর্মে আসতে হয় তখন সদা-র পরিবর্তে কখনও কখনও হয়ে যায়। কথা দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু কর্ম করে দেখানো অর্থাৎ কথা রাখা। কথা সবাই দেয় কিন্তু করে দেখানো এই বিষয়েই নম্বর অনুযায়ী হয়ে যায়। তো "" সঙ্কল্প আর কর্মকে , প্ল্যান এবং প্র্যাক্টিকাল দুটিকে সমান বানাও । করতে পারবে তো ?

বিজনেসম্যানরা এসেছে। তারা তো বিজনেস করতে জানে। তাইনা ! জমা করতে জানো তো ! আর ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকরাও প্র্যাক্টিকালে কাজ করে। যারা রুরাল অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যারা থাকো, বাপদাদা তাদের রুলার বলেন , কারণ যদি এরা সেবা না করে তবে কেউ চলতে পারবেনা । তাহলে যে তিনটি বিভাগ( wing) এসেছে তারা প্রত্যেকেই খুব কাজের মানুষ । শুধু মুখেই বলে না বরং করে দেখায়। তোমরা সবাই হলে প্রতিশ্রুতিকে কাজে পরিণত করে দেখাবে -- এমন আত্মা তো ? নাকি শুধুই প্রমিস করো ? প্রমিস করার সময়ে বাপদাদাকে সাহস দেখিয়ে খুশী করো । বাপদাদার কাছে প্রত্যেক বাচ্চার ফাইল আছে। সেখানে ( সূক্ষ্ম বতনে) প্রমিসের ফাইল রাখার জন্যে

আলমারী বা জায়গা রয়েছে তা নয় । কখনও কখনও বাপদাদা নিজের অলৌকিক টিভি হঠাৎ চালিয়ে দেখেন। সর্বদা নয় , কখনও চালিয়ে দেখেন আর কি কথাবার্তা হয় নিজেদের মধ্যে সেইসব শোনেন। তাই বাপদাদা বলেন ব্যর্থকে জমার খাতায় জমা করো।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অলৌকিক । ব্রাহ্মণ জীবনের গুরুত্ব হল বৃহৎ । প্রাপ্তি অনেক বিশাল। স্বমান হল বৃহৎ আর সঙ্গমে বাবার আপন হওয়া , সেটি হল বড় থেকে বড় পদ্মগুণ ভাগ্য তাইজন্য বাপদাদা বলেন প্রতিটি খাজানার গুরুত্ব স্মরণে রাখো। যেমন অন্যদের সঙ্গমযুগের কত মহিমা শোনাও। যদি তোমাদের কোনো টপিক দেওয়া হয় যে সঙ্গমযুগের মহিমা করো তো কতক্ষণ করতে পারো ? এক ঘন্টা করতে পারবে ? টিচাররা বলো ? যে পারবে সে হাত তোলো। তো যেমন অন্যদের মহিমা শোনাও , তোমরা জানো খুব ভালই। বাপদাদা এমন বলবেন না যে তোমরা জানো না। যখন শোনাতে পারছ তখন জানো তবেই তো শোনাও । শুধু কি হয় মার্জ হয়ে যায়। ইমার্জ রূপে স্মৃতি থাকে - তাও কখনও বেশী কখনও কম হয়ে যায়। তাই নিজের ঈশ্বরীয় নেশা ইমার্জ রাখো। হ্যাঁ আমি তো হয়েছি ..... নয়। আমি হই প্র্যাক্টিকালে ... এই রূপ ইমার্জ যেন থাকে। নিশ্চয় আছে এই নিশ্চয়ের প্রমাণ হল রুহানী নেশা। সেই নেশা যেন সবসময় থাকে। রুহানী নেশা হল - আমি কে ! এই নেশা ইমার্জ রূপে থাকলে প্রতি সেকেন্ড জমা হতে থাকবে।

তো আজ বাপদাদা জমার খাতা দেখেছেন তাই আজ বিশেষ অ্যাটেন্সন দিতে বলছেন যে সময়ের সমাপ্তি হঠাৎ হবে। এই কথা ভেবোনা যে জেনে তো যাবই , সময় হলে ঠিক হয়ে যাবে। যে সময়ের আধার নেয় , সময় ঠিক করে দেবে , সময় হলে হয়ে যাবে .... তাদের শিক্ষক কে ? সময় না স্বয়ং পরমাত্মা ? পরমাত্মার কাছে সম্পন্ন হতে না পারলে সময় সম্পন্ন করবে , এইরকম ভাবলে কি বলা যাবে ? সময় হল তোমাদের মাস্টার নাকি পরমাত্মা হলেন তোমাদের শিক্ষক ? তো ড্রামা অনুসারে যদি সময় তোমাদের শেখাবে অথবা সময় অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তো বাপদাদা জানেন প্রালব্ধও সময় অনুযায়ী প্রাপ্ত করবে কারণ সময় হল টিচার। সময় তোমাদের অপেক্ষায় আছে , তোমরা অপেক্ষা কোরো না। সময় হল রচনা , তোমরা হলে মাস্টার রচয়িতা । তো রচয়িতার অপেক্ষা রচনা করবে , তোমরা মাস্টার রচয়িতা সময়ের অপেক্ষা কোরো না। আর মুশকিল আছে কি ? সহজকে নিজেরাই মুশকিল করে দাও । মুশকিল নয় , মুশকিল তোমরা বানাও। যখন বাবা বলছেন যা কিছু ভার রয়েছে সব বাবাকে দিয়ে দাও। সেসব দিতে পারোনা । ভারও তোলো আর ক্লান্তও হয়ে যাও তারপর বাবাকে কথাও শোনাও - কি করি , কিভাবে করি .... ! নিজের উপরে ভার নাও কেন ? বাবা অফার করছেন নিজের সব ভার বাবাকে দিয়ে দাও। ৬৩ জন্ম ধরে ভার তোলার অভ্যেস আছে কিনা ! তাই অভ্যেসের দাস হয়ে যাও আর সেই কারণে পরিশ্রম করতে হয়। কখনও সহজ কখনও মুশকিল । কোনো কাজ হয় সহজ থাকে নাহলে মুশকিল থাকে । কখনও সহজ কখনও মুশকিল কেন অনুভব হয় ? কিছুতো কারণ থাকবে ? কারণ হল - অভ্যেসের দাস হয়ে যাও আর বাচ্চাদের পরিশ্রম করা বাপদাদার জন্যে হয় অনেক বড় কথা। ভাল না লাগার কথা হয়ে যায়। এদিকে মাস্টার সর্বশক্তিমান আর মুশকিল অনুভব ? নিজেকে কি টাইটেল দাও তোমরা ? মুশকিল যোগী না সহজ যোগী ? তা নাহলে নিজের টাইটেল চেঞ্জ করো যে আমরা সহজযোগী নই। কখনও সহজযোগী কখনও মুশকিল যোগী ? আর যোগ মানে কি ? শুধুমাত্র স্মরণ করা তাইনা ! তারপর পাওয়ারফুল যোগের সামনে মুশকিল তো আসতে পারেনা। যোগ হল নিষ্ঠাসহ স্মরণের অগ্নি। অগ্নি যে কোনো মুশকিল বস্তুকে পরিবর্তন করে দেয়। লোহাও মোল্ড হয়ে যায়। এই স্মরণের

অগ্নি কি মুশকিলকে সহজ করতে পারেনা ? অনেক বাচ্চারা খুব ভালো ভালো কথা শোনায় , বাবা কি করব , পরিবেশ এরকম , সাথী এরকম । হংস এবং বকপাখির পুরানো হিসাব নিকেশ আছে কিনা । খুব ভালো ভালো কথা বলে তারা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা ব্রাহ্মণরা কি কাজ হাতে নিয়েছ ? কাজ তো নিয়েছ বিশ্ব পরিবর্তন করার। তো যে বিশ্ব পরিবর্তন করে সে নিজের মুশকিল দূর করতে পারেনা কি ?

তো আজ কি করবে ? জমা খাতা বাড়াও । তো তোমরা যে বলো সহজযোগী , সেটা অনুভব করবে। কখনও সহজ কখনও মুশকিল , এতে মজা নেই। ব্রাহ্মণ জীবন হল মজার (আনন্দের) জীবন। সঙ্গমযুগ হল মজার যুগ । ভার তোলার যুগ নয়। ভার নামানোর যুগ। তো চেক করো , নিজের ভাগ্যের ছবি জ্ঞানের আয়নায় ভালো করে দেখো । বুঝেছ । আচ্ছা ।

চারিদিকের সর্ব খাজানার মালিক রূপী বাচ্চাদের , সদা মুশকিলকে সেকেন্ডে পরিবর্তনকারী সদা সহজযোগী , সদা সঙ্কল্প , সময় , শব্দ , কর্ম ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠ করতে পারে এমন বাচ্চারা , সদা জমা খাতা বাড়াতে পারে , সর্বদা মনের মালিক রূপে মন-বুদ্ধি-সংস্কারকে অর্ডারে চালাতে পারে এমন স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের , দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন, হৃদয়ের কাছেই রয়েছে, এমন চারিদিকের বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদান : -- সুক্ষ্ম সংকল্পের বন্ধন থেকেও মুক্ত হয়ে উঁচু স্টেজের অনুভবকারী নির্বন্ধন ভব।

যে বাচ্চারা যত নির্বন্ধন হয় ততই উঁচু স্টেজে স্থিত থাকতে পারে , সেইজন্য চেক করো যে মন্সা বাচা ও কর্মণা কোনো সুক্ষ্ম রূপেও সম্বন্ধের টান অনুভব তো হয়না ! একমাত্র বাবাকে ছাড়া অন্য কেউ স্মরণে যেন না আসে। নিজের দেহের স্মৃতি এলেও দেহের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ , পদার্থ , দুনিয়া সব একের পিছনে এসে যাবে। আমি হলাম নির্বন্ধন - এই বরদানের স্মৃতিতে থেকে দুনিয়াকে মায়ার জাল থেকে মুক্ত করার সেবা করো।

স্লোগান : -- দেহী-অভিমানী স্থিতি দ্বারা দেহ ও মনের অস্থিরতাকে সমাপ্ত করে যে , সে-ই অচল থাকে।